প্রথম আলো

3 JAN 2017
6

সিলেটে হামলায় পণ্ড পাঠ্যপুস্তক উৎসব

ভয়ে স্কুলে আসেনি শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধি, সিলেট ●

নতুন বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক আনতে গিয়ে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল খুদে শিক্ষার্থীদের মনে, সেই আতঙ্ক এখনো তাদের তাড়া করে ফিরছে। ভয়ে গতকাল বিদ্যালয়েই আসেনি শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের অভাবে গতকাল বিদ্যালয়ে পাঠদানও ছিল বন্ধ।

গত রোববার পাঠ্যপুস্তক উৎসবে সিলেট নগরের বন্দর বাজার এলাকার দুর্গাকুমার পাঠশালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। মসজিদে নামাজ চলাকালে উৎসবমঞ্চে গানবাজনা চালানোর অভিযোগে একদল লোক ওই হামলা চালান। এতে পাঠ্যপুস্তক উৎসব ভন্ডুল হয়ে যায়। তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিক্ষার্থীরা নামাজের সময় উৎসবমঞ্চে কোনো ধরনের গানবাজনা করেনি।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টায় বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, তিন তলাবিশিষ্ট বিদ্যালয়টি একেবারেই কোলাহলহীন ও নির্জন। একজন শিক্ষার্থীও বিদ্যালয়ে নেই। নিচতলার প্রধান শিক্ষকের কক্ষে প্রধান শিক্ষক সেগুপ্তা কানিজ আক্তার, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী, অভিভাবক আবদুল আলী ও একজন আয়া বসে ছিলেন।

প্রধান শিক্ষক সেগুপ্তা কানিজ বলেন, বিদ্যালয়ে ৬৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে রোববার ৪৫০ জন শিক্ষার্থী বই নিয়েছিল। সাধারণত অন্যান্য বছর উৎসবের পরের দিন দুই থেকে আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক উৎসবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর বিদ্যালয়ে ১৪ জন শিক্ষার্থী অভিভাবকসহ গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপস্থিত হয়েছিল। কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে তারাও চলে গেছে। তাই গতকাল কোনো ক্লাস হয়নি।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী বলেন, 'মসজিদে কোনোভাবেই গানবাজনার শব্দ পৌঁছেনি। এ ছাড়া নামাজের সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। এরপরও যেভাবে খুদে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা হয়েছে, সেটি পরিকল্পিত বলেই আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে।' এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৩০-৩৫ জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল আহম্মদ *প্রথম আলো*কে বলেন, পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। আশপাশের ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে হামলাকারীদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে।